

১. লক্ষ্মীপেঁচার কণ্ঠে কী ধ্বনিত হয়?
২. কবি স্বপ্নকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
৩. 'সেই দিন এই মাঠ' কবিতাটি কোন বিষয়ের ওপর রচিত?
৪. ব্যাবিলন সভ্যতা কোন এলাকাকে নির্দেশ করে?
৫. লক্ষ্মীপেঁচার সাথে কোন সময়ের সাদৃশ্য রয়েছে?
৬. জীবনানন্দ দাশের জননীর নাম কী?
৭. জীবনানন্দ দাশ কলকাতার কোন কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন?
৮. সেইদিন এই মাঠ কী হবে না বলে কবি মনে করেন?
৯. চালতায়ফুলের গন্ধের চেউটি কেমন ছিল?
১০. মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু এ জগতে কীসের মৃত্যু নেই?
১১. 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কোনটি ছাই হয়ে আছে বলা হয়েছে?
১২. কবির চেতনায় প্রকৃতির রূপরস কিরূপ?
১৩. কবির দৃষ্টিতে কোন দেশ এক অনন্য রূপসী?
১৪. জীবনানন্দ দাশ কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন?
১৫. জীবনানন্দ দাশ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

মানুষের মন বলে, প্রয়োজন মিটলেই হবে না, তাকে সুন্দর হতে হবে। যেমন- নকশিকাঁথা, রাতে বিছানায় গায়ে দিয়ে শোওয়ার জন্য একটি সামগ্রী- সেটা তো সুন্দর-অসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই প্রয়োজনের জিনিসকে সুঁই আর রঙিন সুতা দিয়ে অপূর্ব নকশা করে সাজিয়েছেন গাঁয়ের বধূরা। নকশিকাঁথা দেখলেই সুন্দর লাগে, জিনিসটির প্রয়োজনের কথা মনেই পড়ে না। এ কারণেই জ্ঞানীরা বলেন, 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে। প্রয়োজনের কাজ মিটল তো শরীরকে তৃপ্ত করল- প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে তৃপ্ত করে।

ক) লক্ষ্মীপেঁচা কোথায় গান গায়?

খ) 'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।' লাইনটি ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকে "সেই দিন এই মাঠ" কবিতার প্রেক্ষাপটগত মিল রয়েছে কি? আলোচনা কর।

ঘ) 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে।' - উক্তিটি সংশ্লিষ্ট উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।